এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

মে ২০১২

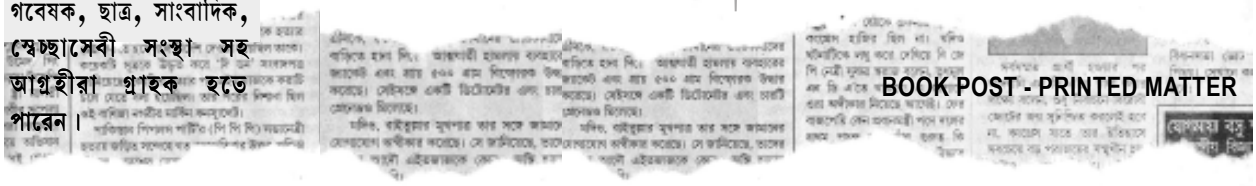

তৈলচিত্র

১৭/১৬০

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে চলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার হলদিয়া বন্দরকে আরও বড় করতে বিরাট পরিকল্পনা করছে। 'স্যাংচুয়ারি' পত্রিকার সম্পাদক বিট্টু সহগলসহ পরিবেশবিদরা এই ব্যাপারে তাঁদের আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, জলযান থেকে ছড়িয়ে পড়া তেল সমগ্র অঞ্চলের জীববৈচিত্রের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। চুঁইয়ে পড়া তেলের প্রভাবে সুন্দরবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দুটি উদ্ভিদ প্রজাতি গেঁওয়া ও সুন্দরীর অস্তিত্ব সংকটের মুখে। শ্রী সহগল বলেছেন, বাংলাদেশের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এই ব্যাপারে কার্যকারী পদক্ষেপ না নিলে, ১৯৭১-এর যুদ্ধের আগের তুলনায় আরও ব্যাপক উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দেবে এবং পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির ওপর তার মারাত্মক প্রভাব পড়বে। এছাড়া ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধার জন্য সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পের বুক চিরে জলপথ ব্যবহারের যে পরিকল্পনা ভারত সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল, তাকেই আবার রূপায়িত করার চেষ্টা চলছে। সুন্দরবনের জীববৈচিত্রের ক্ষেত্রে এর ফল হবে মারাত্মক।

চর্বিতচর্বণ ?

১৭/১৬১

অনেক টালবাহানার পর ফলমূল, শাকসবজিতে কীটনাশকের অবশেষের ওপর নজর রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে। ২০১০-এর অক্টোবরে 'কনজুমার ভয়েস' নামের একটি সংগঠন দিল্লির বিভিন্ন বাজার থেকে ফল ও সবজির নমুনা সংগ্রহ করে তাদের মধ্যে কীটনাশকের অবশেষের পরিমাণ যাচাই করে। তাদের পরীক্ষা থেকে জানা যায় টমেটো, ঢ্যাঁড়শ, ফুলকপি, বাঁধাকপিসহ বেশিরভাগ ফসলে চাষিরা যে পরিমাণ কীটনাশক ব্যবহার করে তার পরিমাণ ইউরোপীয়ান মানের ৭৫০ গুণ বেশি। দেখা গেছে করলা ও পালং শাকে ব্যবহার করা হয় হেপ্টাকর-এর মতো নিষিদ্ধ কীটনাশক যা লিভারের সাংঘাতিক ক্ষতি করে। সমীক্ষায় ধরা পড়েছে ঢ্যাঁড়শে প্রয়োগ করা হয় অর্গানোফসফেট শ্রেণিভুক্ত ১৮ ধরনের কীটনাশক। অর্গানোফসফেট কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু ও মানবদেহের এনজাইম বা পাচক রস প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে, যার ফলে স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আঁ ধার

১৭/১৬২

২০১২-১৩ সালের বাজেটে কৃষিঋণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে বিশাল পরিমাণ অর্থ- ৫,৭৫০০০ কোটি টাকা। কিন্তু নিন্দুকরা বলছে যাদের উদ্দেশ্যে এই বিপুল ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেই ক্ষুদ্র-প্রান্তিক চাষিরা কি আদতে লাভবান হবে? সরকারের কৃষিঋণ নীতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পল্লবী চৌহান ও টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল সায়েন্স-এর

আর রামকুমার বলেছেন, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কৃষিঋণের একটা বড় অংশ অপ্রত্যক্ষভাবে মেটাচ্ছে। অর্থাৎ সার, কীটনাশক প্রভৃতির ডিলার, সেচের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী এবং নন-ব্যাঙ্কিং কোম্পানি কৃষিতে ঋণ দেওয়াকেও কৃষিঋণ হিসেবে দেখানো হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই চাষিদের সরাসরি দেওয়া ঋণের পরিমাণ যেখানে বছরে বেড়েছে ১৭ শতাংশ হারে সেখানে কৃষিতে অপ্রত্যক্ষ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে বার্ষিক ৩২.৯ শতাংশ হারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর কে সি চক্রবর্তী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, ব্যাঙ্কের গ্রামীণ শাখাগুলির মাধ্যমে চাষিদের কৃষিঋণ দেওয়ার পরিমাণ ভীষণভাবে কমেছে। অথচ নগর ও মেট্রোপলিটন শাখার মাধ্যমে কৃষিঋণ দেওয়ার পরিমাণ ওই সময়ে ১৪.৯ থেকে ৩৩.৭ শতাংশ বেড়েছে। তাঁর প্রশ্ন যাদের জন্য কৃষিঋণের ব্যবস্থা, আদপে তারা কতটা লাভবান হচ্ছে?

৫ লক্ষ পেট

১৭/১৬৩

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্র বলেছে প্রতিবছর ফিলিপিন্সে যে পরিমাণ ধান নষ্ট হয়, তা দিয়ে কয়েক লক্ষ মানুষকে খাওয়ানো যেত। রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (ফাউ) একটি সমীক্ষা উদ্ধৃত করে এই কেন্দ্র, 'রাইস টুডে' পত্রিকায় জানিয়েছে বহুবছর ধরে ধান আমদানি করতে থাকা ফিলিপিন্স দৈনিক প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ ডলার মূল্যের ধান অপচয় করে, যা দিয়ে বছরে প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ মানুষের অন্নসংস্থান হত। ফিলিপিন্স একটা উদাহরণ মাত্র। ফাউ-এর সমীক্ষায় অনেক দেশকেই এই অপচয়-জনিত অপরাধের কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। সমীক্ষাটির নাম ছিল ২০১১ গ্লোবাল ফুড লসেস অ্যান্ড ফুড ওয়েস্ট। সমীক্ষা সূত্রে জানা যায় গোটা বিশ্বে বছরে ১০০ কোটি টন খাদ্য নষ্ট করে ফেলা হয় যা মোট খাদ্যোৎপাদনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। নষ্ট হওয়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে অনেকগুলি বিষয়কে, যেমন ফসলের একটা অংশ মিলে পৌঁছায় না, ফসল তোলার অব্যবস্থা, ফসল ওঠার পরবর্তী কাজকর্ম, যানবাহনের অপ্রতুলতা, মজুত করার অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উপযুক্ত প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার অভাব, বাজারজাত করার সময় নষ্ট হওয়া এবং ঠিকমতো রান্না করতে না পারার সমস্যা। তবে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ধনী দেশগুলিতে মানুষের অপচয় করার ক্ষমতা।

ব্যুমেরাং

১৭/১৬৪

অরণ্যের বায়োমাস ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন আরও বাড়ানো সম্ভব এবং কোনো কোনো দেশে ইতিমধ্যে সেই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের অতি সাম্প্রতিক গবেষণা প্রমাণ করেছে, অরণ্যের বায়োমাস থেকে বড় আকারে জৈব শক্তি উৎপাদন আখেরে টেকসই নয় এবং এর ফলে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। অরণ্যজাত জৈব জ্বালানি শিল্প থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধি হবে না কম হবে বলে আগের ধারণা ঠিক নয় বলে তাঁরা জানিয়েছেন। জৈব জ্বালানি শিল্পে, অল্প সময়ের ব্যবধানে গাছ লাগানো ও তার ব্যবহার হয়। সৃষ্টি হয় তরুণ অরণ্যের। মাটি পুষ্টিগুণ হারায়। ভূমিক্ষয় বাড়ে। অরণ্যের জীববৈচিত্র নষ্ট হয়। এছাড়া সার প্রয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তা গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের অন্যতম উৎস হয়ে উঠে।

হায় ভগবান!

১৭/১৬৫

কিছুদিন আগে পর্যন্ত জানা ছিল মাতৃদুগ্ধকেও বিষাক্ত করে তুলেছে নিষিদ্ধ ডিডিটি। কিন্তু একদল গবেষক বলছেন শুধু ডিডিটি নয়, মাতৃদুগ্ধে পাওয়া যাচ্ছে শিল্পজাত আরও বেশ কিছু ক্ষতিকর রাসায়নিক। ওই সকল রাসায়নিকের উৎসস্থল হল শহরের আবর্জনাস্তূপ যেখানে ইলেক্ট্রনিক বর্জ্যের মধ্যে আছে বিএফআরএস। এছাড়া পিসিবি-র মতো বিপজ্জনক রাসায়নিকও শহরের আবর্জনার একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নমুনা পরীক্ষা করে মাতৃদুগ্ধে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পিসিবি পাওয়া গেছে কলকাতা পুরসভার বর্জ্য জমিয়ে রাখার সন্নিহিত অঞ্চলে এবং তারপর যথাক্রমে শহরাঞ্চল ও শহরের বস্তিসংলগ্ন এলাকাতে। শৈশবে বিএফআর ও পিসিবি-র সংস্পর্শে এলে স্নায়বিক বৈকল্যসহ থাইরয়েড সম্পর্কিত সমস্যা এবং জনন-ব্যবস্থার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিজ্ঞানীরা বলছেন স্নেহপদার্থ সমৃদ্ধ দুগ্ধজাত খাদ্য ও মাংস-ই হল ভারতে বিআরএসএস-এর সংস্পর্শে আসার অন্যতম প্রধান উৎস।

যদির কথা নদীতেই

১৭/১৬৬

চিন, মিয়ানমার, লাও, তাইল্যান্ড, কাম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম দিয়ে প্রবাহিত মেকং নদীর ওপর প্রচুর বাঁধ রয়েছে এবং আরও বেশি কিছু নির্মাণের অপেক্ষায়। প্রধান নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণে ইন্টারন্যাশনাল রিভার্স ও ডব্লুডব্লুএফ-এর মতো সংগঠন তীব্র

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

আপত্তি জানালেও, বৃহৎ নদীগুলির উপনদীর ওপর বাঁধ তৈরির বিষয়টি তাদের কাছে ততটা গুরুত্ব পায়নি। অথচ এর দরুন আক্ষরিক অর্থেই বহু প্রজাতির মাছ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। ভারতের পক্ষেও চিত্রটা একইরকম। জি বি পন্থ ইনস্টিটিউট অফ হিমালয়ান এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট-এর বিজ্ঞানী মহেন্দ্র লোদী বলেছেন, ১ লক্ষ ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫৫০টি প্রকল্প রূপায়ণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাঁর মতে, প্রকল্প রূপায়ণে নদীর জল সুড়ঙ্গ পথে প্রবাহিত করা হবে, ফলে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের বেঁচে থাকা মুশকিল হবে, বিশেষত বর্ষা ছাড়া অন্য সময়ে। এছাড়া হিমালয়ের কিছু মাছের প্রজাতি ডিম পাড়ার সময় প্রবাহের উপরের দিকে যায়। কিন্তু জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য বাঁধ নির্মাণের ফলে তাদের নদীর উপরের দিকে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে বহু প্রজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

গ্যাস চেম্বার ? ১৭/১৬৭

পিবিএল নেদারল্যান্ডস এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট এজেন্সিজ তাদের সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলেছে, ২০১২ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ কমপক্ষে ৬ হাজার কোটি টনে পৌঁছাবে। অর্থাৎ ২০১০-এ যা অনুমান করা হয়েছিল তার তুলনায় ২৫০ কোটি টন বেশি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের রাশ টানতে যে সীমা ধার্য করা হয়েছে তার চাইতে প্রায় ৭০০ থেকে ১১ শো কোটি টন বাড়তি। সংস্থাটি এর জন্য মূলত দায়ী করেছে ভারত, চিন ও ব্রাজিলের মতো দ্রুত আর্থিক বিকাশশীল দেশগুলিকে। রাষ্ট্রসংঘের ১৯৪টি সদস্য দেশের মধ্যে ৮৭টি স্বেচ্ছায় এই দশকের শেষে তাদের গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে ফেলার অঙ্গীকার সত্ত্বেও পিবিএল-এর হিসেব বিশেষজ্ঞ মহলে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

প্রাণভ্রমর ১৭/১৬৮

নরওয়ের তুষারাবৃত দুর্গম উত্তর মেরু দ্বীপপুঞ্জের সাভলবার্ড গ্লোবাল সিড ভল্টের পুরু ইস্পাতের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল গত ফেব্রুয়ারি মাসের আঠাশ তারিখে। ২০০৮-এ ভল্টটি চালু হয়। এখানে রাখা হয়েছে পৃথিবীর ১৭৫০টি বীজ ব্যাঙ্কের সংগৃহীত বীজের নমুনা। অর্থাৎ সঞ্চিত হয়ে থাকল কৃষি-জৈববৈচিত্রের এক বিশাল ভাণ্ডার। এই ধরনের একটি বিশ্ব বীজ সংগ্রহশালার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নরওয়ে সরকারের হয়ে ভল্টের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা ফাউলার বলেছেন ৬ বছর আগে ফিলিপিন্সের জাতীয় বীজ ব্যাঙ্ক বন্যায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। গত জানুয়ারিতে সেই বীজ ব্যাঙ্ক আবার আগুনের কবলে পড়ে। বরফের ১৬০ মিটার নীচে ভল্টটি এমনভাবে নির্মিত হয়েছে, যা মহাপ্রলয়েও দিব্যি সুরক্ষিত থাকবে। তাই এটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ডুমজডে ভল্ট'।

শ-হরর ! ১৭/১৬৯

বিশ্বজুড়ে শহরগুলি যেভাবে স্ফীত হচ্ছে তার ফলে ২০ বছরের মধ্যেই ফ্রান্স, জার্মানি ও স্পেনের মিলিত আয়তন শহরের পেটে চলে যাবে। পরিবেশের উপর চাপ আরও বাড়বে। সম্প্রতি লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'প্ল্যানেট আন্ডার প্রেশার' নামক জলবায়ু সম্পর্কিত কনফারেন্সে বিশেষজ্ঞরা পরিসংখ্যান দিয়ে বলেছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের শহরগুলি বাড়তি ১৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জায়গা দখল করে নেবে। ফলে চাহিদা মেটাতে গিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ উৎসগুলির উপর আরও চাপ পড়বে এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণও বাড়বে। হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে শহরের জনসংখ্যা ৩৫০ কোটি, ২০৫০ সালে গিয়ে যা দাঁড়াবে প্রায় ৬৩০ কোটিতে। সামাজিক ও পরিবেশের দিক থেকে যা মোটেই টেকসই নয় বলে বিশেষজ্ঞরা সাবধান করেছেন।

Stand up! ১৭/১৭০

'আরাম হারাম হ্যায়' কথাটার সঙ্গে আমরা পরিচিত। এখন বিজ্ঞানীরা আরও এক ধাপ এগিয়ে বলছেন, বসে থাকাটাই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। এমন কি বসে কায়িক পরিশ্রমে গা ঘামালেও। বসে থাকার সঙ্গে ব্লাড শুগার, ব্লাড প্রেশার ও কোলেস্টেরল বাড়ার সম্পর্ক রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন। কাজেই বসে থাকার ফাঁকে ফাঁকে উঠে পড়ুন, ফলে প্রধান এনজাইমগুলি সবল হবে, রক্ত প্রবাহ স্বাভাবিক হবে। মন চনমনে ও শরীরের পেশি সাবলীল হবে। বিজ্ঞানীদের পরামর্শ হল প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর উঠে দাঁড়ান, হাত-পা ছড়ান। তাঁরা সতর্ক করে বলেছেন, কোনো ব্যক্তি দৈনিক ৬ ঘণ্টা টিভি-র দিকে তাকিয়ে বসে থাকলে তার আয়ু ৫ থেকে ১০ বছর কমে যাবে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

ভয় ? ? ? ১৭/১৭১

জলের সঙ্গে ভারতের অর্থনীতির বিকাশ জড়িয়ে আছে এবং জলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করতে না পারলে, সামনের বছরগুলিতে দেশের আর্থিক উন্নতি ও রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বিপদের মুখে পড়বে বলে সতর্ক করেছেন প্ল্যানিং কমিশনের প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক সদস্য মিহির শাহ। জল নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতিমধ্যেই চলতে থাকা বিবাদ, বিতর্ক বৃহত্তর সংঘাতের রূপ নেবে। বিশ্বব্যাঙ্কের মতে, ভারতে জলের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাগুলি হল তথ্য গোপন রাখা, জল-সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতা, সস্তা রাজনৈতিক ফয়দা লুঠতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে শুধু সরবরাহের বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া। শাহের মতে জল-সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারত তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছোবে। নতুন বাঁধ নির্মাণ বা ভূ-জল ব্যবহারের সুযোগ দিনে দিনে কমছে। কাজেই সাবধানতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এই দুর্মূল্য সম্পদটি ব্যবহার করতে না পারলে সামনে বিরাট বিপর্যয় অপেক্ষা করছে।

মীন Minded ১৭/১৭২

সুন্দরবনের সমুদ্রতলের উষ্ণতা বাড়ছে। সমুদ্রতলের উষ্ণতা বাড়ায় মাছের বাসাবদল হচ্ছে, মাছ ধরার বাণিজ্যে ক্ষতি হচ্ছে। এই বাড়ার হার ১৯৮০ থেকে ফি দশকে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফলে ইলিশ সহ পাঁচের বেশি মাছ, আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে গভীর জলে। ১৯৯০ থেকে দুই দশকে ব্যাবসামুখী মাছের পরিমাণ ৭৫% থেকে কমে হয়েছে ৩৭%। এইসব সমীক্ষা করেছে সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাগরবিজ্ঞান বিভাগ। সমীক্ষা হয়েছে পশ্চিম ও মধ্য-সুন্দরবন এলাকায়।

সম্পাদকের উদ্দেশে

॥ **মাননীয়েষু** ॥

পরিষেবার সঙ্গে পাঠানো কৃষি বৃত্তান্ত ‘অন্ন কথকতা’ আপনার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য। এই কৃষি-নিরীক্ষার সংবাদ তথা নিরীক্ষার প্রসারে ওপরই আমাদের কার্যক্রমের সার্থকতা। আপনার পাঠকের কাছে এই লেখা পৌঁছোলে আমরা বাধিত হব।

সুব্রত কুণ্ডু

সম্পাদক || মে ২০১২

যোগাযোগ ।। ডি আর সি এস সি
১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ ।। কলকাতা ৭০০ ০৩১
২৪৭৩৪৩৬৪।।২৪৪২৭৩১১ ।।৯৪৩৩৫১১১৩৪
drcsc.ind@gmail.com || drcsc@vsnl.com ||

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুণ্ডু